জীবনের অর্থগুলো

কুরআনের শব্দে শব্দে ১

মুফতী হারুন ইজহার

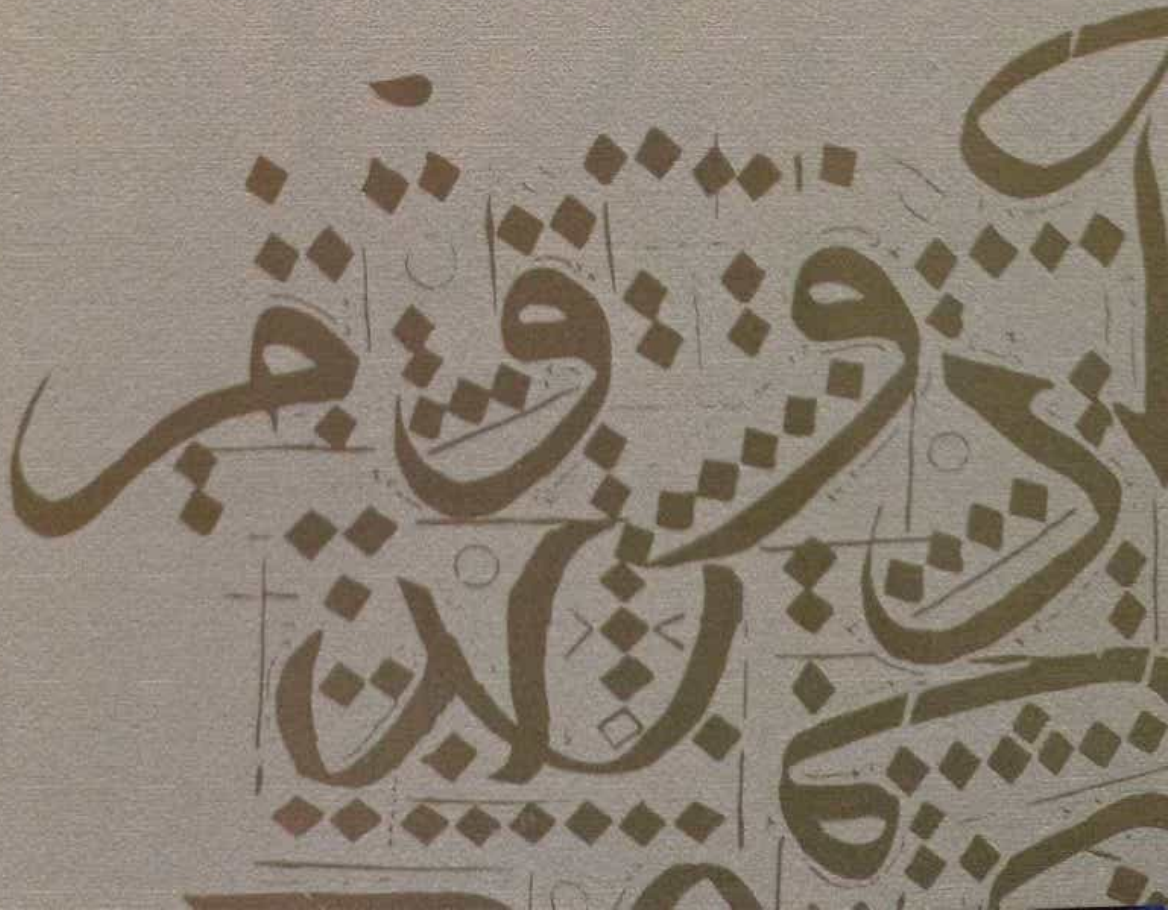

মুফতি হারুন ইজহার

সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। প্রজ্ঞাবান আলিম। গভীর চিন্তক। দরদি দাঈ।মাজলুম রাহবার। স্পষ্টভাষী বক্তা। সুলেখক। লেখাপড়ার হাতেখড়ি সুযোগ্য পিতার হাত ধরেই। প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করেছেন লালখান বাজার মাদরাসাতেই। অতঃপর হাটহাজারী মাদরাসায় দাওরা সমাপ্ত করেন। এরপর উচ্চশিক্ষার্থে পাড়ি জমান সুদূর পাকিস্তানে। ভর্তি হন বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম করাচিতে। শিষ্যত্ব অর্জন করেন বিশ্ববরেণ্য আলিমে দ্বীন আল্লামা তাকি উসমানি হা.ফি. এর। একান্ত সান্নিধ্যও লাভ করেন সেখানকার দীর্ঘ তিন বছরের শিক্ষাজীবনে। পাকিস্তানে তিনি আরো বহু বহু উলামায়ে কেরামের সুহবত লাভ করেন। তার ঈর্ষণীয় মেধা ও প্রতিভার কারণে খুব সহজেই বড় বড় আলিমদের শিষ্যত্ব অর্জন করে নিতেন। যেমন শাইখ আব্দুল হাফিজ মাক্কি রহ. এর কাছে তিনি বিশেষভাবে ইলমি ইস্তিফাদা করতেন। এভাবে কাতারের বিখ্যাত শাইখ ড. খালেদ হাসান হান্দাবির কাছে থেকে দরস গ্রহণ করেছেন।

কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘ সময়কাল ধরে শিক্ষকতার সাথে সম্পৃক্ত আছেন। সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষকতা, দাওয়াহ ও খেদমতে খালকের নানাবিধ কাজে তিনি ভীষণ ব্যস্ত সময় পার করেন।নিয়মিত তিরমিজি ও হেদায়ার মত কিতাবের পাঠদান করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিচালনার কাজেও ব্যস্ত থাকতে হয়। জেনারেল ভাইদের দ্বীন শিক্ষার প্লাটফর্ম শরিয়াহ গ্রাজুয়েশন তারই হাতে পরিচালিত হয়। আল ইমান নামে একটি স্কুলও তার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

এতো ব্যস্ততার ফাঁকে মাঝেমধ্যে উম্মাহর প্রয়োজনে রচনার কিছু কাজ করেছেন। এরমধ্যে দেশজগত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ উল্লেখযোগ্য। যা সংকলন করলে বড় একটি সমগ্রের কলেবর ধারণ করবে। এসব প্রবন্ধ পড়লে তার অধ্যয়নের বিস্তৃতি ও চিন্তার গভীরতা সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা লাভ করা যাবে।

দ্বিতীয় ফ্ল্যাপ দ্রষ্টব্য...

এছাড়া তিনি কারাগারে আরবি, উর্দু ও বাংলায় বেশ কিছু কিতাব রচনা করেছেন। উর্দু ও বাংলা কয়েকটি বই প্রকাশিত হলেও আরবি প্রায় রচনা এখনো অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে। এবার কারাগারেও বেশ কয়েকটি কিতাব রচনা করেছেন। এরমধ্যে তাফসীরের পাণ্ডুলিপিটি উল্লেখযোগ্য।

শাইখ হারুন ইজহারের লেখালেখির কিছু অংশ-

আরবি রচনা-

১) مبادئ الحنفية في الحديث (غير مطبوع)
২) العقيدة الإسلامية (غير مطبوع)
৩) دليل المعلم في أساليب التدريس (٢٠١٥ م)

উর্দু রচনা-

১) مفتي أعظم كي سيا سي افكار (٢٠١٧ م)
২) دعوت فكر (١٩٩٤ م)

বাংলা রচনা-

১) চেতনার ইশতেহার
২) চেতনার মানচিত্র
৩) ইসলামী অর্থনীতির সহজপাঠ (অপ্রকাশিত)
৪) জাহিলিয়্যাহ্ (প্রকাশিতব্য)
৫) জীবনের অর্থগুলো কুরআনের শব্দে শব্দে (প্রকাশিতব্য)

সম্পাদনা-

১) আলিম সমাজের প্রতি নসিহা
২) ইমান ভংগের কারণ
৩) দ্বীনি দায়িত্বের সামগ্রিক রুপরেখা
৪) সংবিৎ

* ফতোয়া-

إظهار الفتاوى
(দারুল উলুম করাচিতে লিখিত ৩০০ ফত্ওয়া)

জীবনের অর্থগুলো
কুরআনের শব্দে শব্দে
(১)

মুফতী হারুন ইজহার
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার

চিন্তাপত্র
নব রেনেসাঁর বিনির্মাণে

উৎসর্গ

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক

মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমাদ সরহিন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

আল্লাহ তায়ালা তার সুযোগ উত্তরসুরী তৈরি করে দিন আমাদের মাঝে। আমীন।

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ০৭

الحياة الدنيا (দুনিয়ার জীবন) ১১

متاع (মাতাঊন) ২২

زين (যাইয়ানা/যুইয়িনা/যাইয়িনুন) ৩৫

العاقبة (আল আক্বিবাহ) ৪৮

البلاء (আল বালাউ) ৫৯

المكر (আল মাকরু) ৭৩

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালার, যার অনুগ্রহ বিনে বান্দার কোনো সামর্থ নেই কোনো উত্তম কর্ম সম্পাদনের। তিনিই সেই মহা প্রজ্ঞাবান পরিচালক, যিনি নাযিল করেছেন লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত কুরআনে হাকীম। অতঃপর তা আমাদের জন্য করে দিয়েছেন আমাদের হৃদয়ের বসন্ত, হিদায়াতের আলোক-বর্তিকা, রাহে জিন্দেগীর মুবারক পাথেয়। শোকরগুজারি করছি তারই, যিনি এই কুরআনের জন্য প্রেরণ করেছেন সর্বোত্তম বাহক, যার বুকে সঞ্চারিত করেছেন কালামে ইলাহীর ধারা। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, সেই বাহক আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনিই সেই মহামানব, যিনি আল্লাহর আমানত আমাদের সীনায় গেঁথে দিয়েছেন, জিন্দেগীর প্রতিটা মোড়ে মোড়ে কুরআনের নির্দেশিকার পথ ও পন্থা বাতলে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আনে-ওয়ালা উম্মতের মাঝে রেখে গেছেন এক অবিকল, অবিকৃত কুরআন। আল্লাহর রহমত ছেয়ে নিক তাদেরও, যারা রাসূলের রেখে যাওয়া আমানত আগলে জীবনের পথে এগিয়ে গেছেন দূর বহুদূর। খুঁজে নিয়েছেন দিশা, যখনই বাঁধা হয়েছে ঘোর অমানিশা।

প্রিয় পাঠক, আল্লাহ তায়ালা এই কুরআন কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় ও পঠিত কিতাবরূপে নাযিল করেননি। এই কুরআনের জায়গা শুধুমাত্র মসজিদ নয়,

নয় শুধু খানকাহ। এই কুরআন জীবনের, এই জীবন কুরআনের। মুক্তি কামী, হিদায়াতের আশাবাদী ও রোযে আজলের দিনে নাজাতের কামনা লালনকারী সকলের জন্যই কুরআন জীবনঘনিষ্ঠ এক গ্রন্থ। কেবলমাত্র মুসলিম উম্মাহর জন্য নয়, বরং সমগ্র মানজাতির জন্য। যে কুরআন আমাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে সে কুরআন আমাদের বুঝতে হবে জীবনের ভাষায়। কুরআনের পরতে পরতে লুকায়িত জীবনের সে ভাষ্য বুঝতে পারলেই তবে আমরা হব সফল, হব সরল এবং হকের পথের পথিক।তাই তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা তার পবিত্র ভাষ্যে বলেছেন,

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا

নিশ্চয় এই কুরআন এমন একটি পথ দেখায়, যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

প্রিয় ভাইবোনেরা, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং অতিশয় গর্বিত একারণে যে, আমরা দীর্ঘ বিরতির পর এবারকার যে গ্রন্থটি আপনাদের সামনে পেশ করতে যাচ্ছি তা আর দশটি বইয়ের মত নয়। এই গ্রন্থ রচিত হয়নি আরাম কেদারায় বসে, কম্পিউটারের সুবিধা নিয়ে। কুরআনের এই শব্দমালা গ্রন্থিত হয়েছে জীবনের এমন এক সন্ধিক্ষণে, যার কামনা কোনো মানুষেরই থাকে না। আমরা যখন বাইরে বসে হাসছি, খেলছি, ঘুরছি এবং খোশগল্পে মাতছি, তখন এক দরদী দাঈ কারাগারের নিভৃতে রচনা করছেন জীবনের অর্থ। নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের সুন্নাহ পালনরত অবস্থায় ঠিক তারই মত করে এক উম্মাহদরদী ব্যক্তিত্ব নিজের পরিস্থিতি ভুলে উম্মাহর ফিকিরে মশগুল। খুঁজে বের করছেন কুরআন ঘেঁটে জীবনের অর্থ। তিনি আমাদের রাহবার, আমাদের পথের মশালবাহী পথনির্দেশক মুফতী হারুন ইজহার হাফিজাহুল্লাহ। শাইখের এই রচনা একারণেই অনন্য। কারাগারে বসে রচিত এই গ্রন্থে আপনারা দেখতে পাবেন ইত'মিনানের ছাপ, আত্মপ্রশান্তির ঝলক। যেন তিনি কারাগারকেই

বেছে নিয়েছেন এই রচনার জন্য। একটা একটা করে ফুল কুড়িয়ে গেঁথেছেন জীবনের মালা। যার নাম, 'জীবনের অর্থগুলো কুরআনের শব্দে শব্দে'।

পাঠক, আর প্রলম্বিত করছি না। তবে একটা কথা না বললেই নয়। তা হলো, এখানেই শেষ নয়। এই রচনা কেবল প্রথম ভাগ। শাইখের আরো রচনার দ্বিতীয় ভাগ আল্লাহর তাওফিক শামিলে হাল হলে আমরা ধীরে ধীরে প্রকাশ করব ইনশা আল্লাহ। এই গ্রন্থ আপনাদের সামনে মলাটবদ্ধ অবস্থায় প্রকাশ করার পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন চিন্তাপত্র প্যানেলের অন্যতম সদস্য মাওলানা মিজানুর রহমান ইবনে আলী হাফিজাহুল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা তার যাবতীয় শ্রম কবুল করুন। আমাদের সকলের খায়র ও বরকতের ফায়সালা করুন। এই বইকে বানিয়ে নিন আমাদের সকলের নাজাতের ওসীলা। চিন্তাপত্র প্রকাশনের এই প্রচেষ্ঠা যেন আল্লাহ তায়ালা কবুল ও মাকবুল করে নিন। আমীন।

নিবেদক

আম্মারুল হক

সিইও, চিন্তাপত্র প্রকাশন

১০-০৪-২০২৩

الحياة الدنيا (দুনিয়ার জীবন)

জীবন মানে কী?

জীবনকে এভাবে আক্ষরিক সংজ্ঞায় বিশ্লেষণ করলেই কি আমরা স্বার্থক? প্রোটোপ্লাজমের সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপ জীবদেহ, যা দ্বারা জীবিত থাকে তাই কি জীবন? পৃথিবীতে মানুষ যতক্ষণ অবস্থান করে, অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ক্রিয়া চলে, তা-ই জীবন? দার্শনিকের নানা উক্তিই কি জীবনের আসল মর্ম? নিউরোবিজ্ঞানের গবেষণার বয়ানগুলোই কি জীবনের তাৎপর্য? কবি-সাহিত্যিকদের জনপ্রিয় উক্তি যেগুলো তারা করেছেন জীবন সম্মন্ধে, সেগুলোই কি জীবনের অর্থ? জীবনকে আমরা মূল্যায়ন করব জড়কে মুখ্য বিবেচনা করে? নাকি মনকে মুখ্য ধরেই?

উইকিপিডিয়া বলছে, জীবনের অর্থ একটি দার্শনিক এবং আত্মিক প্রশ্ন, যা সাধারণভাবে জীবন অথবা অস্তিত্ব এসবের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করে। সম্পর্কিত আরও কিছু প্রশ্ন হচ্ছে, 'আমরা এখানে কেন?', 'জীবনের উদ্দেশ্য কী?', 'জীবনের কি আদৌ কোনো উদ্দেশ্য আছে?' সভ্যতার শুরু থেকেই নানা সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক দিক থেকে এসব প্রশ্নের বিভিন্ন রকম উত্তর প্রস্তাব করা হয়ে আসছে। জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে দর্শন, বিজ্ঞান, অধিবিদ্যা

এবং ধর্ম নানা ধরনের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একেক জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির কাছে এই প্রশ্নের উত্তর একেক রকম।[১]

আধুনিক জমানায় জীবনের যে ব্যাখ্যাগুলো হাজির করা হয়েছে, সেখানে মানুষকে মানব নয় বরং জন্তু হিসেবেই দেখা হয়েছে। Human being জাস্ট! তার কঠিন জবাবটা আমি পড়েছিলাম ড. আব্দুল বারী নদভীর বই 'সাইন্স এন্ড রিলিজিয়ন' বইয়ে কমপক্ষে ত্রিশ বছর আগে। তিনি বলেছেন, মানুষের সংজ্ঞা হলো হাইওয়ানে মুমেন। এ কথা তিনি বিজ্ঞানের বাস্তব উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের খ্যাতিমান অধ্যাপক ড. দেওয়ান আজরাফ তাঁর বিখ্যাত রচনা 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম' বইয়ে বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে জীবনের যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন, তাতে নিরপেক্ষতার পরিপূর্ণ মানদণ্ড বজায় রেখে ওই প্রজন্মের জন্য একটা বিশাল উপহার দিয়েছেন, যারা রেনেসাঁ-উত্তর যুগে নন কনফর্মিস্ট বা সংশয়বাদী হিসেবে পরিচিত। আমার মতে এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে এত ভারী রচনা আর কেউ লেখেনি, এবং জীবনবাদী নাস্তিকদের পক্ষেও সম্ভব নয় তার কোনো উত্তর প্রদান করা।

আমরা এখানে কুরআনের আলোকে জীবনের বড় ধরনের কোনো ব্যাপক ও গভীর বিশ্লেষণ হাজির করব না, আমরা শব্দগতভাবে জীবন নিয়ে কুরআনের সোজাসাপটা তবে চূড়ান্ত সত্য উক্তিগুলো তুলে ধরব।

সাহিত্যিক বয়ানের ফুলঝুরি বা দার্শনিক আলাপের জটিল তাত্ত্বিকতা দিয়ে জীবনকে যারা বিশ্লেষণ করেছেন, সেই গ্রিক থেকে শুরু করে বর্তমান পোস্টমর্ডান জমানা পর্যন্ত কেউ কি জীবনের বাস্তব ও সত্য ব্যাখ্যা প্রদানে সফল হতে পেরেছেন?

উত্তর পরিষ্কার। হাজার বছরের মানবসভ্যতায় রচিত জীবন-সংক্রান্ত লিটারেচারসমূহ বৈপরীত্যে বৈপরীত্যে ভরপুর, কাল্পনিক হাইপোথিসিসে

[১] উইকিপিডিয়া

টইটম্বুর, যা প্রমাণিত সত্য পর্যন্ত উপনীত হতে পারেনি। আবার হয়তো অনেকে সত্যের কাছাকাছি গিয়েছেন, কিন্তু সত্যকে আঁকড়ে ধরতে পারেননি—এমন অনেক দার্শনিক ও চিন্তক ব্যক্তির নামও বলা যাবে। ইউরোপের আধুনিক বস্তুবাদী চেতনার বিপরীত পশ্চিমা বিশ্বে ইশ্বরবাদী কিছু মুভমেন্টও ছিল, কিন্তু সেগুলোর বয়ান খণ্ডিত। লক্ষ্য অস্পষ্ট, তাদের চিন্তায় সত্যের কিছুটা উঁকিঝুঁকি ছিল কিন্তু মানসিকতায় তারা অস্থির ছিলেন কুরআনের মতো ভিত্তি না থাকায়।

আরও একটা কথা বলি, জীবনকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করা যায় না, স্বজ্ঞারও কিন্তু বড় ভূমিকা আছে জীবনকে বোঝার বেলায়।

যাহোক, আমরা চলে যেতে চাই কুরআনের সোজাসাপটা জীবন-ভাবনা নিয়ে।

কুরআন বলে জীবন হলো,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

'প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা লাভ করবে। তারপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ নয়।'[২]

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেজগারদের জন্যে শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝো না?'[৩]

[২] সুরা আলে ইমরান : ১৮৫।
[৩] সুরা আল-আনআম : ৩২।

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ
نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনই, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, পরে তা মিলিত সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে জমিনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এলো, যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি জমিন যখন সৌন্দর্য সুষমায় ভরে উঠলে আর জমিনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার ওপর আমার নির্দেশ এলো রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তূপাকার করে দিলো, যেন কালও এখানে কোনো আবাদ ছিল না। এমনইভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শনসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য, যারা লক্ষ করে।[৪]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধরো, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।'[৫]

---

[৪] সুরা ইউনুস : ২৪।

[৫] সুরা তাওবা : ৩৮।

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

'আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রুজি প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিব জীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়।'[৬]

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

'তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাজিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা এমন শুষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এ সবকিছুর ওপর শক্তিমান।'[৭]

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বোঝো না?'[৮]

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

'হে আমার কওম, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ।'[৯]

---

[৬] সুরা রাআদ : ২৬।
[৭] সুরা কাহাফ : ৪৫।
[৮] সুরা কাসাস : ৬০।
[৯] সুরা গাফের : ৩৯।

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

'এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত।'[১০]

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ

'পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন করো, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না।'[১১]

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

'তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।[১২]

---

[১০] সুরা আনকাবুত : ৬৪।
[১১] সুরা মুহাম্মদ : ৩৬।
[১২] সুরা হাদিদ : ২০।

জীবনবাদী মানবকে কুরআন যেভাবে চিত্রায়িত করেছে

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

'আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী দেখবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে।[১৩]

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۘ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'পার্থিব জীবনের ওপর কাফেরদিগকে উন্মত্ত করে দেওয়া হয়েছে। আর তারা ঈমানদারদের প্রতি লক্ষ করে হাসাহাসি করে। পক্ষান্তরে যারা পরহেজগার তারা সেই কাফেরদের তুলনায় কেয়ামতের দিন অত্যন্ত উচ্চমর্যাদায় থাকবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুজি দান করেন।'[১৪]

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

---

[১৩] সুরা বাকারা : ৯৬।

[১৪] সুরা বাকারা : ২১২।

'তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। কুরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ স্বীয় কর্মে এমনভাবে গ্রেফতার না হয়ে যায় যে, আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং যদি তারা জগতের বিনিময়ও প্রদান করে, তবু তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। একাই স্বীয় কর্মে জড়িত হয়ে পড়েছে। তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে কুফরের কারণে।'[১৫]

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বরগণ আগমন করেনি? যারা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলি বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে, আমরা স্বীয় গোনাহ স্বীকার করে নিলাম। পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফের ছিল।'[১৬]

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

'তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত।'[১৭]

---

[১৫] সুরা আনআম : ৭০।

[১৬] সুরা আনআম : ১৩০।

[১৭] সুরা আরাফ : ৫১।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ

'অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নির্দশনসমূহ সম্পর্কে বেখবর।'[১৮]

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

'তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায়ভাবে। হে মানুষ! শোনো, তোমাদের অনাচার তোমাদেরই ওপর পড়বে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও; অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেবো, যা কিছু তোমরা করতে।[১৯]

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

'আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রুজি প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিব জীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়।'[২০]

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ

---

[১৮] সুরা ইউনুস : ৭।
[১৯] সুরা ইউনুস : ২৩।
[২০] সুরা রাআদ : ২৬।

عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

'যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে।'[২১]

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

'এটা এ জন্যে যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।'[২২]

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ

'তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা—যারা কাফের ছিল, পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম—তারা বলল, এ তো আমাদের মতোই একজন মানুষ বৈ নয়। তোমরা যা খাও, সে-ও তাই খায় এবং তোমরা যা পান করো, সে-ও তাই পান করে।'[২৩]

পুঁজিবাদের আইকন কারুন

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

[২১] সুরা ইবরাহিম : ৩।
[২২] সুরা নাহাল : ১০৭।
[২৩] সুরা মুমিনুন : ৩৩।

'অতঃপর কারুন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়! কারুন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেওয়া হতো! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান।'[২৪]

وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

'এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।'[২৫]

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

'বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও।'[২৬]

❁ ❁ ❁

[২৪] সুরা কাসাস : ৭৯।
[২৫] সুরা নাযিয়াত : ৩৮।
[২৬] সুরা আলা : ১৬।

متاع (মাতাঊন)

জীবন...জীবন... জীবন...! রচিন্দ্রনাথ ঠাকুর গেয়েছিলেন জীবন উন্মত্ততায় 'মরিতে চাহিনা আমি এ সুন্দর ভূবনে'। তারও আগে বাদশাহ বাবরের নামে ফারসি ভাষায় কবিতার এ পঙক্তিটি প্রচলিত রয়েছে—'বাবর ব-আইশা কুশা কেহ আলম দুবারাহ নিস্ত'। যার অর্থ, বাবর! জীবনকে ভালোভাবে ভোগ করে নাও। কেননা দ্বিতীয়বার এ জগৎ আর ফিরে আসবে না।

আমাদের চতুর্দিকের পরিবেশে কেবলই শুধু জীবনের জয়গান। মরণ-ভোলানো চাকচিক্য আর সাজসজ্জার নয়নধাঁধানো রকমারি আয়োজন। ভোগ, বস্তুবাদ আর পার্থিব সৌভাগ্যের যতসব বাহারি মাহফিলে পৃথিবীর আকাশ-বাতাসকে যেন আজ ভারী করে তোলা হয়েছে। মৃত্যু ও তৎপরবর্তী বাস্তবতাকে এড়িয়ে মানবসভ্যতার পুরো বাজারটা মেতে রয়েছে জীবনবাদী স্লোগানে। মননে, অনুশীলনে, চিন্তায়, বাস্তবতায়, চেতনায়, কর্মে, ভাবনায়, বাহ্যিক কসরতে, কল্পনায়, পরিকল্পনায়, ইচ্ছায়, কাজে মোটকথা সর্বত্র পূজার প্রতিমা এটাই—জীবন! জীবন! জীবন! মুসলিম দার্শনিক মুহাম্মদ আসাদের ভাষায় পুরো জগৎটা যেন বস্তুবাদের তীর্থস্থান। কল-কারখানা, অফিস-আদালতগুলো হলো ভোগবাদী জীবন-দর্শনের মন্দির আর মানুষ হলো পূজারি।

মানবসভ্যতার হাজার বছরের ইতিহাসজুড়ে এ প্রক্রিয়া চলে আসছে; তবে আধুনিক সভ্যতা এ প্রক্রিয়াকে দান করেছে চূড়ান্ত রূপ। যার ফলে ব্যক্তি,

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিকতার সবটা পরিসর কানায় কানায় যান্ত্রিক বস্তুবাদের চেতনায় ভরপুর হয়ে গেছে।

'অতীত' থেকে বিচ্ছিন্ন ও ভবিষ্যতের মরণ বাস্তবতার উপলব্ধি থেকে আলাদা এমন বাহ্যিক জৌলুসপূর্ণ তবে ভেতর থেকে অন্তঃসারশূন্য জীবন-ভোগকে পবিত্র আল-কুরআন متاع শব্দটি দ্বারা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে বারবার।

কবিতার ডালে ডালে, গানের তালে তালে, সাহিত্যের আঁকেবাঁকে, কর্মের অলিতে-গলিতে, রাতের নিশ্ছিদ্র নীরবতা আর সূর্যালোকের কোলাহলে— জীবন জীবন বলে যে হৈ-হুল্লোড়, তা কীভাবে মূল্যায়ন করে আল-কুরআন, তারই ধারাবাহিক বিবরণ আমরা তুলে ধরছি।

ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

'পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।'[২৭]

সে প্রতারণার ব্যাখ্যায় ইরশাদ হচ্ছে,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ
ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

'মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেতখামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।'

এর পরপর ইরশাদ হচ্ছে,

[২৭] সুরা হাদিদ : ২০।

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

'বলুন আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলব! যারা পরহেজগার আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে বেহেশত। যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।'[২৮]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۝ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

'যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে, আমি তাদরেকে দিতাম তাদের গৃহের জন্যে রৌপ্যনির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার ওপর তারা চড়ত। এবং তাদের গৃহের জন্যে দরজা দিতাম এবং পালঙ্ক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। এবং স্বর্ণনির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তাদের পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনর্কতার কাছে তাদের জন্যই যারা ভয় করে।'[২৯]

পার্থিব জীবনের ক্ষয়শীলতার সাথে পরকালীন স্থায়ী কল্যাণের তুলনা করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

---

[২৮] সুরা আলে-ইমরান : ১৪-১৫।

[২৯] সুরা যুখরুফ : ৩৩-৩৫।

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ
خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ
كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ

তোমাদরেকে যা কছিু দেয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বোঝো না ? যাকে আমি উত্তম প্রতশ্রিুতি দিয়েছি, যা সে যা পাবে, তা কি ঐ ব্যক্তির সমান, যাকে আমি পার্থবি জীবনরে ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর তাকে কিয়ামতের দিন অপরাধীরূপে হাযির করা হবে?

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝ يَا قَوْمِ
إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

'মুমিন লোকটি বলল, হে আমার কওম, তোমরা আমার অনুসরণ করো। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব। হে আমার কওম, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভাগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ।'

পার্থিব এ ভোগবাদী জীবন পরকালের অবধারিত জীবনে কোনো কাজে আসবে না। জীবনের এই ইহজাগতিক চেতনা পরকালকে কি ঠেকিয়ে রাখতে পারে? না না! ইরশাদ হচ্ছে,

أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۝ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ۝
مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ

'আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগবিলাস করতে দিই। অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হতো তা তাদের কাছে এসে পড়ে। তখন তাদের ভোগবিলাস তাদের কী উপকারে আসবে?'[৩০]

[৩০] সুরা আশ শুয়ারা : ২০৫-২০৭।

এ মানসিকতায় সাময়িক পরিবর্তন

জীবনবাদী ভোগভিত্তিক মানসিকতায় হঠাৎ একটা হোঁচট লাগে। দ্রুতগতিতে চলন্ত যানের কড়া ব্রেকের ন্যায় মুহূর্তের জন্য থমকে যায় বস্তুবাদী ভোগের দুর্দান্ত যাত্রা। যখন সুখ-শান্তির কুল-কিনারাহীন দিগন্তে হঠাৎ মেঘের ঘনঘটা শোনা যায়। যখন জীবন-আলোর ফানুশকে গলা টিপে ধরতে উদ্যত হয় দুর্যোগের মরুঝড়। এমনি সন্ধিক্ষণে ভোগের চেতনায় প্রবাহিত হয় নতুন আবহওয়া। সুখের আয়োজনে বেজে উঠে করুণ স্বর। হ্যাঁ, সুস্থ মানুষ যখন অসুস্থ হয়, সুখী ব্যক্তি যখন দুর্ভোগের শিকার হয়, নিরাপদ যাত্রা যখন বিপদসংকুল হয়ে ওঠে, জীবনের ওপর যখন মৃত্যুর ছায়া পতিত হয়ে যায়—তখন উদভ্রান্ত পথিক যেন নিজের ঠিকানা খুঁজে পায়। নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে খোলা আকাশের ভ্রমণ বাতিল করে পাখি আপন নীড়ে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু! কিন্তু ঝড় যখন থেমে যায় তখন সে পুরো ভোগবাদী ঝড়ে তার মন আবার আন্দোলিত হয়ে ওঠে। আকাশের মেঘ কেটে গেলে সে আবার জীবনের দিগন্তে হারিয়ে যায়।

দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পেয়ে সে আবার উচ্ছৃঙ্খল ভ্রমণে মেতে ওঠে। প্রকৃতির পরিবর্তন তাকে মহাসত্যের সন্ধান দিয়েছিল। সে ওই পরিবর্তনের কল্যাণে নাগালে পেয়ে গিয়েছিল তার স্রষ্টার পরিচয়। আফসোস, সে এ সুযোগ গ্রহণ করেনি। দুর্ঘটনাকে বাহন করে ফিতরত বা স্বভাব তাকে হকের দিকে একটা ধাক্কা দিয়েছিল। তাতে সে সাড়া দিয়েছিল বটে, তবে তা স্থায়ী হয়নি।

ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ
وَلِيَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

‘এ পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত

জীবন; যদি তারা জানত। তারা যখন জলযানে আরোহণ করে, তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরিক করতে থাকে। যাতে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগবিলাসে ডুবে থাকে। সত্বরই তারা জানতে পারবে।'[৩১]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

"মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁরই অভিমুখী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে। যাতে তারা অস্বীকার করে, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব মজা লুটে নাও, সত্বরই জানতে পারবে।'[৩২]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

'যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে যেন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে; অতঃপর যখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্য পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে, যাতে করে আর কাউকে আল্লাহর

[৩১] সুরা আল-আনকাবুত : ৬৪-৬৬।
[৩২] সুরা রুম : ৩৩-৩৪।

পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন! তুমি তোমার কুফরসহ কিছুকাল জীবন উপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত।'[৩৩]

আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত

ইরশাদ হচ্ছে,

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

'তিনিই তোমাদের ভ্রমণ করান স্থলে ও সাগরে, এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হলো, নৌকাগুলোর ওপর এলো তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর ওপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহকে তার ইবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে, যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোলো, তাহলে নিৎসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করতে লাগল অন্যায়ভাবে। হে মানুষ শোনো, তোমাদের বাড়াবাড়ি তোমাদের বিরুদ্ধে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও। অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন আমি বাতলে দেবো যা কিছু তোমরা করতে।'[৩৪]

---

[৩৩] সুরা যুমার : ৮।

[৩৪] সুরা ইউনুস : ২২-২৩।

উক্ত আয়াতের যে অংশটুকু এখানে প্রণিধানযোগ্য ও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, তা হলো,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

'হে মানুষ শোনো, তোমাদের বাড়াবাড়ি তোমাদের বিরুদ্ধে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও।'

জীবন-স্বাদে বিভোর হয়ে থাকা এবং দুর্দশার ফাঁপরে পতিত হয়ে সাময়িকের জন্য আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করে। মুসিবতের ধোঁয়া কেটে গেলে পুনঃঅন্যায় জীবনাচারে ফিরে যাওয়া—পুরো ব্যাপারটাকে আল্লাহ বলছেন এটা নিজেদের বিরুদ্ধেই জুলুমের শামিল। আর একেই বলা হয় আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

জীবনটা তো স্রষ্টাপ্রদত্ত

মানুষ তার জীবনকে নিজের ইচ্ছামতো চালাতে প্রয়াসী। সে তার স্বীয় প্রবৃত্তির জোরেই গড়ে তুলছে তার বস্তুবাদী চেতনার প্রাসাদ। কিন্তু সে কি আদৌ এ জীবনের এ ভোগ্য বস্তুগুলোর ইহজাগতিক উপকরণগুলোর মালিক? এসবের মালিক তো আল্লাহ! আল্লাহই তো তাকে এ জীবন উপভোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অথচ এটা কেমন কূপমণ্ডূকতা যে, জীবনকে স্বীকার করে তার স্রষ্টাকে অস্বীকার করা হলো।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ

'বরং আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম। এমনকি তাদের আয়ুকালও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে হ্রাস করে আনছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে।'[৩৫]

[৩৫] সুরা আম্বিয়া : ৪৪।

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ

'বরং আমি তাদের এবং তাদের বাপদাদাকে ভোগসম্ভার দিয়েছি। অবশেষে তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসুল আগমন করেছে।'[৩৬]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ
وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا

'তারা বলবে, আপনি পবিত্র। আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বিরূপে গ্রহণ করতে পারতাম না। কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন। ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি।'[৩৭]

নবী সা. পরিবারের জন্য শিক্ষা

জীবনবাদী ভোগসম্ভারের প্রতি নবীপরিবারকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। রাসুল সা.-এর ব্যক্তিমানসকে আল্লাহ পাক জাগতিক মোহ থেকে পবিত্র করে একই পঙ্কিলতা থেকে নবী সা.-এর পরিবারকেও বিশুদ্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন আল্লাহ পাক। বস্তুত এর মাধ্যমে সকল পরিবারগুলোর জন্য শিক্ষা নিহিত রয়েছে। এবার তাহলে আমরা কুরআনের ভাষায় শুনি নবীপরিবারের প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত সে ভোগবাদবিরোধী বক্তব্য।

ইরশাদ হচ্ছে,

---

[৩৬] সুরা যুখরুফ : ২৯।

[৩৭] সুরা ফুরকান : ১৮।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

'আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা করো তবে আসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই। এর উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দিই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও পরকাল কামনা করো, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।'[৩৮]

শিক্ষা; দ্বীনের সংগ্রামী কর্মীদের জন্য।

দাওয়াতি আন্দোলনে জিহাদি চেতনা আর ভোগবাদী ভাবনা একই সাথে চলতে পারে না। সংগ্রামের চেতনায় ভোগবাদের যে কোনো স্থান নেই। এ কথাও কুরআনে مَتَاعَ-এর আলোচনার কোনো এক অংশে আলাদাভাবে বিবৃত হয়েছে। জীবনবাদী মানসিকতা যেভাবে আঁধারকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তেমনই তা একজন মুজাহিদকেও তার দাওয়াতি মিশন থেকে বিরত রাখতে পারে। مَتَاعَ الْحَيَاةِ বা জীবন ভোগের প্রয়াস যে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের পথে অন্তরায়, তা আল-কুরআন নানা ভাষায় তুলে ধরেছে।

সংগ্রামের পথ পরিহার করে যে জীবনের ভালোবাসার প্রতি মানুষ মুগ্ধ হয়ে পড়ে, সে জীবন-বিলাসিতা তো এক ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। বস্তুত এ কথাই কুরআন স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, বাঁচতে চেয়েও মূলত বাঁচার যে কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নেই, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্র তা উপলব্ধি করতে অক্ষম নয়।

দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীকে আল্লাহ পাক কী যাদুময় ভাষায় সম্বোধন করে বলছেন,

[৩৮] সুরা আহযাব : ২৮-২৯।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধরো। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে। অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।'[৩৯]

আল্লাহ পাক আরও বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

'তুমি কি সেসব লোক দেখোনি, যাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখো। নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত দিতে থাকো! অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হলো তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে আল্লাহকে ভয় করা হয়। এমনকি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল আয় পালনকর্তা, কেন আমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না! হে রাসুল! তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ভোগ সীমিত আর আখেরাত পারহেজগারদের জন্য উত্তম আর তোমাদের অধিকার একটি সুতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না।'[৪০]

---

[৩৯] সুরা তাওবা : ৩৮।

[৪০] সুরা নিসা : ৭৭।

খন্দকের যুদ্ধ সম্পর্কীয় আলোচনায় আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا

'অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না (জিহাদের ময়দান থেকে)। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বলুন! তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন করো, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না, তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে।'[৪১]

ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের কাফেরদের ভোগবাদী জীবনধারায় প্রতারিত হতে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ

'নগরীতে কাফেরদের চালচলন যেন তোমাদিগকে ধোঁকা না দেয়। এটা সামান্য উপভোগ। এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোজখ। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান।'[৪২]

ইসলামের দাওয়াতি আন্দোলনের যারা পথিক, তাদের দুনিয়ায় কাফেরদের ভোগবাদী জীবনের ঔদ্ধত্য দেখে বিচলিত হতেও নিষেধ করা হয়েছে। রাসুল সা.-কে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন,

[৪১] সুরা আহযাব : ১৫-১৬।
[৪২] সুরা আলে-ইমরান : ১৯৬-১৯৭।

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ • نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ
عَذَابٍ غَلِيظٍ

'যে ব্যক্তি কুফরি করে, তার কুফরি যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করব। অন্তরে যা কিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ পরিজ্ঞাত। আমি তাদেরকে স্বল্পকালের জন্য ভোগবিলাস করতে দেবো। অতঃপর তাদেরকে বাধ্য করব গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে।'[৪৩]

❁ ❁ ❁

[৪৩] সুরা লোকমান : ২৩-২৪।

زين (যাইয়ানা/যুইয়িনা/যাইয়িনুন)

ওপর দিয়ে যা ঝকঝকে, দৃশ্যত যা মনোরম মনে হয়, দেখতে যা ভালো লাগে এবং যা অবলোকনে চক্ষু জুড়িয়ে যায়, তা ভেতর থেকে কতটুকু আসল? নকল আর আসলের দ্বন্দ্বে আমাদের পুরো দুনিয়াটাই তো অস্থির। সাধারণ দৃষ্টির পক্ষে আসল-নকলের পার্থক্য সম্ভব নয়। এ পার্থক্য যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টির, অন্তরদৃষ্টির, বাস্তব দৃষ্টির। ভেতরের অবস্থা চিন্তা না করে যারা বাহিরের চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়, তারা যে বোকা এ কথা স্বতঃসিদ্ধ।

অন্তঃসারশূন্য জৌলুস মনকে সাময়িকভাবে আন্দোলিত করলেও পরক্ষণেই বাস্তবতার দর্পণে ধরা পড়ে যায় সে জৌলুসের রহস্য। সত্যবিবর্জিত সৌন্দর্য একটি প্রতারণা বৈ কিছু নয়। বাস্তবতাহীন বাহ্যিক চাকচিক্য নিতান্তই ভাসমান ফেনার মাঝে ফুটন্ত ফুলের মতো। শিশুই কেবল যার প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে।

জগতের গায়ে যে মনোমুগ্ধকর ডেকোরেশনের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে, তার প্রতিই আমাদের মনোজগৎ অধিক আকৃষ্ট। আমরা বাস্তব দৃষ্টিসম্মত এমন এক চক্ষু প্রতিবন্ধী, যারা জগতের তলদেশকে উন্মোচিত করার প্রয়াস গ্রহণ করিনি।

ঘর-বাড়ি, দালান-কোটা, অর্থ-কড়ি, ছেলে-সন্তান, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, নদী-বন্দর, মাঠ-ময়দান, পাহাড়-ঝরনা, রাজনীতি-অর্থনীতি, যুদ্ধ-শান্তি—কী এক মহা কোলাহলে সরব আমাদের

এ জগৎটা। চারদিকে সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যময় রূপে পূর্ণ যৌবনা এক জগৎ। পৃথিবীজুড়েই সুন্দরের পূজারিদের গগণবিদায়ী পদযাত্রা। উন্নয়ন, প্রগতি, সমৃদ্ধি—এ সবই কাঙ্ক্ষিত সে সুন্দরের নানা সংস্করণের নাম।

কিন্তু এ সৌন্দর্যের ওপরই কুরআনের যত আপত্তি! কী কারণ তার? কারণ একটাই, এসব সুন্দর বাস্তবতাবিবর্জিত। কেননা তা এক ক্ষণস্থায়ী কিছু, যা আমাদের বাস্তব ও শাশ্বত কোনো কিছুর সংবাদ না দিয়েই মিলিয়ে যায় অজানার গন্তব্যে। জীবনের আসল লক্ষ্যের জানান না দিয়েই তা হারিয়ে যায় তার ক্ষণস্থায়ী রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট থেকে। এ সৌন্দর্য একসময় জীর্ণ হয়ে পড়ে, শীর্ণ হয়ে যায়। তেমনইভাবে তার প্রেমিকারাও জীবন-ক্লান্তির নানা গ্লানির ভারে একসময় ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। এমনইভাবে সুন্দরের দেবতা ও তার পূজারিদের জগৎ মাতানো মাহফিল খতম হয় কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রান্তে উপনীত না হয়ে। সুবহে সাদিকের বাস্তবতার আভা যখন ফুটতে শুরু হয়, তখন সে আলোয় ভেসে আসে এক করুণ চিত্র; জীবন-চেতনায় জাগ্রত সৌন্দর্য এর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ঘুমন্ত লাশগুলোর চিত্র; সরব যাত্রার নীরব পরিণতির চিত্র; সৌন্দর্যে সজীব হয়ে ওঠা মন্ত্রের নিস্তব্ধ পরিণামের চিত্র। সৌন্দর্য ভালো, সৌন্দর্য কল্যাণকর, সৌন্দর্য সুন্দরই; কিন্তু যে সৌন্দর্য জীবনের চরম লক্ষ্যের মতো মহা বাস্তবতার সন্ধান দানে অক্ষম, তা কেবলই অভিশাপ। তা কেবলই অমঙ্গল। তা কেবলই ধ্বংসের হাতছানি।

মানুষের ভুল এখানে নয় যে, সে সৌন্দর্য উপভোগ করে। তা দিয়ে সে তার জীবনকে সজীব ও সমৃদ্ধ করে। কিন্তু তার ভুলটা এখানেই যে, সে সুন্দরকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই মনে করেছে। লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মাধ্যম মনে করলে সমস্যা ছিল না।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۘ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'পার্থিব জীবনকে কাফেরদের জন্য সজ্জিত করা হয়েছে। আর তারা ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বিদ্রুপ করে। পক্ষান্তরে যারা পরহেজগার, তারা সেই কাফেরদের তুলনায় কেয়ামতের দিন অত্যন্ত উঁচু মর্যদায় থাকবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুজি দান করেন।'[৪৪]

ইরশাদ হচ্ছে,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

'মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।'

বাহ্যিক শোভা প্রকৃত 'নুর' ও 'বাইয়িনাহ' নয়।

ইরশাদ হচ্ছে,

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'আর যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটা আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ওই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে যে অন্ধকারে রয়েছে, সেখান থেকে বের হতে

[৪৪] সুরা বাকারা : ২১২।

পারছে না? এমনইভাবে কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করা হয়েছে।'[৪৫]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم

'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেয়ালখুশির অনুসরণ করে।'[৪৬]

খারাপ কাজও তাদের জন্য সুশোভিত

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

'এমনইভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে, যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া বুলিকে পরিত্যাগ করুন।'[৪৭]

ইরশাদ হচ্ছে,

بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

[৪৫] সুরা আনআম : ১২২।
[৪৬] সুরা মুহাম্মদ : ১৪।
[৪৭] সুরা আনআম : ১৩৭।

'বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য তাদের প্রতারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দান করা হয়েছে, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।'[৪৮]

নাটেরগুরু শয়তান।

ইরশাদ হচ্ছে,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেবো। আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত।'[৪৯]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

'আমি আদ ও সামুদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়িঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল। অথচ তারা ছিল হুঁশিয়ার।'[৫০]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

[৪৮] সুরা রাদ : ৩৩।
[৪৯] সুরা হিজর : ৩৯-৪০।
[৫০] সুরা আনকাবুত : ৩৮।

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'অতঃপর তাদের কাছে আমার আজাব এলো, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না। বস্তুত তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল যে কাজ তারা করছিল।'[৫১]

অনুরূপ ইরশাদ হচ্ছে,

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'আল্লাহর কসম! আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রাসুল প্রেরণ করেছি; অতঃপর শয়তান তাদেরকে কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ নেই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[৫২]

ইরশাদ হচ্ছে,

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

'আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম (শয়তান) অতঃপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারে শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হলো, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে, নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত।'[৫৩]

---

[৫১] সুরা আনআম : ৪৩।

[৫২] সুরা নাহল : ৬৩।

[৫৩] সুরা হা মিম সেজদাহ : ২৫।

ক্ষণস্থায়ী এ পার্থিব শোভা।

ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا
لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনই, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম। পরে তা সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে জমিনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এলো, যা মানুষ ও জীবজন্তু খেয়ে থাকে। এমনকি জমিন যখন সৌন্দর্য-সুষমায় ভরে উঠল, আর জমিনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে হঠাৎ করে, তার ওপর আমার নির্দেশ এলো রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তূপাকারে দিলো, যেন কালও এখানে কোনো আবাদ ছিল না। এমনইভাবে আমি খোলাখুলি রচনা করে থাকি নিদর্শনসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য, যারা লক্ষ করে।'[৫৪]

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ
بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

'তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তার পানির ন্যায় যা আমি আকাশ থেকে নাজিল করি। অতঃপর তা এমন শুষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে

[৫৪] সুরা ইউনুছ : ২৪।

উড়ে যায়। আল্লাহ এ সবকিছুর ওপর শক্তিমান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদানপ্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম।'[৫৫]

অনুরূপ ইরশাদ হচ্ছে,

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

'তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়াকৌতুক, সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন, এক বৃষ্টির অবস্থা যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে আনন্দিত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর খড়কুটো হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।'[৫৬]

ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'তোমাদেরকে যা কিছু যা দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ আর কিছু নয় আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বোঝো না?'[৫৭]

---

[৫৫] সুরা কাহফ : ৪৪-৪৬।

[৫৬] সুরা হাদিদ : ২০।

[৫৭] সুরা কাসাস : ৬০।

টিকে থাকেনি ক্ষমতার শোভা

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ قَالَ قَدْ
أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'মুসা বলল, হে আমার পরওয়ারদেগার, তুমি ফেরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ এবং সম্পদ দান করেছ। হে আমার পরওয়ারদেগার, এ জন্যই যে, তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে। হে আমার পরওয়ারদেগার, তাদের ধনসম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও, যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে, যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আজাব প্রত্যক্ষ করে নেয়। বললেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর হয়েছে, অতএব তোমরা হকের ওপর অটল থাকো এবং তাদের পথে চলো না, যারা অজ্ঞ।'[৫৮]

ইরশাদ হচ্ছে,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۝ أَسْبَابَ
السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ
لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ

'ফেরাউন বলল, হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, হয়তো আমি পৌঁছে যেতে পারব। আকাশের পথে, অতঃপর উঁকি মেরে দেখব মুসার আল্লাহকে। বস্তুত আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং সোজা পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছিল। ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায়ই ছিল।'[৫৯]

[৫৮] সুরা ইউনুস : ৮৮-৮৯।
[৫৯] সুরা মুমিন : ৩৬-৩৭।

ইরশাদ হচ্ছে,

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

'(হুদহুদ বলল) আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করতে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলি সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না।'[৬০]

'সুশোভিত' ঈমানি আন্দোলন-বিরোধী ষড়যন্ত্র

ইসলামি দাওয়াতের বিরুদ্ধবাদী ষড়যন্ত্রের ব্যাপারেও زَيَّنَ শব্দটি আল-কুরআন ব্যবহার করেছে। পূর্বেই মহান আল্লাহর ইরশাদ আমরা তুলে ধরেছি,

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'পার্থিব জীবনকে কাফেরদের জন্য সজ্জিত করা হয়েছে। আর তারা ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বিদ্রুপ করে। পক্ষান্তরে যারা পরহেজগার তারা সেই কাফেরদের তুলনায় কেয়ামতের দিন অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় থাকবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুজি দান করেন।'[৬১]

---

[৬০] সুরা নামল : ২৩-২৪।

[৬১] সুরা বাকারা : ২১২।

আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ
وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي
بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'আর যখন সুদৃশ্য করে দিলো শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিন (বদর দিবস) কোনো মানুষই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না; আর আমি তো হলাম তোমাদের সমর্থক। অতঃপর যখন সামনাসামনি হলো উভয় বাহিনী, তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছন দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে নেই, আমি দেখছি যা তোমরা দেখছ না। আমি ভয় করি আল্লাহকে আর আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠিন।'[৬২]

ইরশাদ হচ্ছে,

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا
وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا

'বরং তোমরা (কুরাইশ) ধারণা করেছিলে যে, রাসুল ও মুমিনগণ তাদের বাড়িঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এ ধারণা তোমাদের জন্য খুবই সুখকর ছিল, তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়।'[৬৩]

পার্থিব এ শোভাকে প্রয়োজন ছিল নেয়ামত হিসেবে গ্রহণ করা

যে زُيِّنَ শব্দের ওপর কুরআনের এত ক্ষোভ ও আপত্তি। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাকে কাফেরদের বেলায় ব্যবহার করা হয়েছে। সে 'জি'নাহ'-কে আল্লাহ আবার অনুগ্রহ হিসেবেই তুলে ধরেছেন কুরআনের অন্যত্র। মূলত কুরআনের সংঘাত পার্থিব বস্তুর সাথে নয়। কুরআনের সংঘাত হলো সে মানসিকতার সাথে, যেখানে পার্থিব বস্তুকে ধরে নেওয়া হয়েছে চূড়ান্ত সত্য বলে।

[৬২] সুরা আনফাল : ৪৮।
[৬৩] সুরা ফাতাহ : ১২।

ইরশাদ হচ্ছে,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

'হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও। পানাহার করো। অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। আপনি বলুন, আল্লাহর সাজসজ্জাকে—যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং খাদ্য-বস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন, এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং কেয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্য। এমেইভাবে আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য, যারা বুঝে।'[৬৪]

ইরশাদ হচ্ছে,

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

'তোমাদের আরোহণের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা জানো না।'[৬৫]

তাই পার্থিব জীবনের ভোগ্য বিষয়সমূহ নয়, বরং আল্লাহ ঈমানের নেয়ামতের ক্ষেত্রেও زِينَةً শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ

'কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহত্ত্ব স্থাপিত করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন।'[৬৬]

---

[৬৪] সুরা আরাফ : ৩১-৩২।

[৬৫] সুরা নাহল : ৮।

[৬৬] সুরা হুজরাত : ৭।

পার্থিব এ শোভা একটি পরীক্ষাস্বরূপ

ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

'আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।'[৬৭]

এ শোভায় মোহিত হওয়ার ব্যাপারে স্বয়ং নবীকে সাবধানবাণী

পার্থিব জগতের এ শোভায় মোহিত হয়ে পড়ার ব্যাপারে স্বয়ং নবীকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এতে মূলত সকল ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের জন্য পরোক্ষ সতর্কবাণী রয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

'আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না, যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।'[৬৮]

❁ ❁ ❁

[৬৭] সুরা কাহাফ : ৭।
[৬৮] সুরা কাহাফ : ২৮।

العاقبة (আল আক্বিবাহ)

'যার শেষ ভালো তার সব ভালো'—একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্য। যার তাৎপর্য কারও অজানা নয়। বাক্যটিকে যদি উলটো করা হয় তাহলে তা হবে এ রকম—'যার শেষ খারাপ তার সব খারাপ।' সংঘাতে-সংকটে মুখর, চড়াই-উৎরাইয়ে দোদুল্যমান জীবনের জন্য পরিণতি ও পরিণাম শব্দটি বড়ই চাঞ্চল্যকর অনুভব সৃষ্টিকারী। অস্থির জীবনধারার স্থির দৃষ্টিটি সর্বদা নিবদ্ধ থাকে পরিণামের দিকে। আমরা এ-ও বলে থাকি—'দেখা যাক শেষ হাসি কে হাসে!' এর মাধ্যমে আমরা এটা বোঝানোর চেষ্টা করি যে, কালের বর্তমানে দুঃখের গ্লানি কালেরই ভবিষ্যতে আনন্দের হাসি দ্বারা রূপান্তরিত হতে পারে। শত ব্যর্থতা, ক্লেদ আর যন্ত্রণার বন্ধুর পথ অতিক্রম করে জীবনের মাঝবেলার হোক কিংবা পড়ন্ত বেলার হোক, কোনোভাবে যদি সফলতার আলো দিগন্তে উঁকি মারে, তবে তখনই বলা যাবে—শেষ ভালো যার সব ভালো তার। বলা যাবে—দেখা গেল তো শেষ হাসি কে হাসল! জয়-পরাজয়ের খেলায়, সফলতা আর ব্যর্থতার স্পর্শকাতর লুকোচুরিতে কোনো না কোনো এক পক্ষ শেষ হাসি হাসে। কোনো এক পক্ষ শুভ পরিণাম দ্বারা ধন্য হয়। অপর পক্ষ বহন করে অপমানজনক পরিণামের অভিশাপ।

জীবন বিচিত্রার এমন স্পর্শকাতর বিষয়টি কীভাবে এড়িয়ে যেতে পারে আল-কুরআন। বরং আল্লাহর বাণী থেকেই কেবল আশা করা যায় এ ব্যাপারে যথার্থ

ও সঠিক ধারণা এবং স্পষ্ট নির্দেশনা। কুরআনের আঁকেবাঁকে সন্ধান মিলবে এমনই একটি শব্দের। শব্দটি হলো—العاقبة।

শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো উত্তম প্রতিদান। দ্বিতীয় অর্থ হলো, প্রত্যেক বস্তুর শেষ ও সমাপ্তি (পরিণাম)। উভয় অর্থে পবিত্র কুরআনে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে যত জায়গায় العاقبة للمتقين বলা হয়েছে, সবখানে প্রথম অর্থটি বোঝানো হয়েছে। যেমন নুহ আ.-এর ঘটনার বিবরণ তুলে ধরার পর আল্লাহ পাক হজরত মুহাম্মদ সা.-কে সম্বোধন করে বলেন,

تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

'এটি গায়েবের খবর। আমি আপনার প্রতি ওহি প্রেরণ করেছি; ইতোপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্যধারণ করুন! নিঃসন্দেহে যারা ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ভালো পরিণাম।'[৬৯]

কাফেরদের পরিণতি

আবার কুরআন কারিমের মধ্যে এ শব্দটি যখন কাফেরদের বেলায় ব্যবহার হয়েছে, তখন তা শুধু দ্বিতীয় অর্থকে বুঝিয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

'আপনি বলে দিন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো, অতঃপর দেখো, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে?'[৭০]

আল্লাহ পাক হজরত নুহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ, হজরত লুত, হজরত শুয়াইব এবং সর্বশেষ হজরত মুসা আ.-গণের দাওয়াতি তৎপরতা এবং স্ব স্ব

[৬৯] সুরা হুদ : ৪৯।
[৭০] সুরা আনআম : ১১।

সম্প্রদায় কর্তৃক নবীগণের দাওয়াতি আন্দোলনের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করে বলেন,

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ۖ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

'এগুলো সেসব জনপদ যার কিছু বিবরণ আমি আপনাকে অবহিত করছি। আর নিশ্চয়ই ওদের কাছে পৌঁছেছিলেন রাসুল নিদর্শন সহকারে। অতঃপর কস্মিনকালেও এরা ঈমান আনবার ছিল না। কারণ, তারা ইতোপূর্বে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ কাফেরদের অন্তরে মহর এঁটেছেন আর তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারীরূপে পাইনি। বরং তাদের অধিকাংশকে পেয়েছি হুকুম অমান্যকারী। অতঃপর তাদের পর মুসাকে পাঠিয়েছি নির্দেশনাবলি দিয়ে ফেরাউন ও তার সভাসদদের নিকট। সুতরাং চেয়ে দেখো কী পরিণতি হয়েছে অনাচারীদের।'[৭১]

সত্য-মিথ্যার লড়াইয়ে একপক্ষকে আল্লাহ তায়ালা সংকট থেকে উদ্ধার করেন আর অপরপক্ষকে মন্দ পরিণামের মুখোমুখি করেন। নুহ আ.-এর কওম সম্পর্কে এমন ভয়ানক পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাক বলেন,

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ

'তারপরও তাকে (নুহ আ.-কে) এরা মিথ্য প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং যথাস্থানে আবাদ

[৭১] সুরা আরাফ : ১০১-১০৩।

করেছি। আর তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি—যারা আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং লক্ষ করো কেমন পরিণতি ঘটেছে তাদের, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।'[৭২]

এ পরিণতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশোধস্বরূপ।

ইরশাদ হয়েছে,

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

'আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি, সুতরাং লক্ষ করো কেমন পরিণতি হয়েছে মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের।'[৭৩]

সে পরিণতি থেকে শিক্ষা নাও

ইসলামি দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান এবং এ দাওয়াতি আন্দোলনের ঝাণ্ডা ধারণকারী নবী-রাসুলগণের বিরুদ্ধাচরণের শাস্তিস্বরূপ যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আল্লাহ পাক কুরআনের অসংখ্য জায়গায় পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে সভ্যতার ওই সকল ধ্বংসস্তূপ পরিভ্রমণের জন্য তাগিদ দিয়েছেন।

আল্লাহ পাক বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রাসুল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই জনপদবাসীদের মধ্য থেকে এমন সব লোক ছিল, যাদের প্রতি আমি ওহি

[৭২] সুরা ইউনুছ : ৭৩।
[৭৩] সুরা যুখরুফ : ২৫।

প্রেরণ করেছি। তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করে না, যাতে দেখে নিত কীরূপ পরিণতি হয়েছে তাদের, যারা পূর্বে ছিল।'[৭৪]

আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেন,

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না! করলে দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল।'[৭৫]

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ

'স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো। এবং দেখো, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে! তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।'[৭৬]

কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী বিশ্বে এমন কোনো সম্প্রদায় বাদ নেই, যাদের পথনির্দেশের জন্য আল্লাহ রাসুল প্রেরণ করেননি! এদের মধ্যে কারও ভাগ্যে হেদায়েত জুটেছে, আর কারও কপালে তিলক পড়ে গেছে পথভ্রষ্টতার, ফলশ্রুতিতে তারা নিপতিত হয়েছে ভয়ানক পরিণামের গহ্বরে।

---

[৭৪] সুরা ইউসুফ : ১০৯।

[৭৫] সুরা ফাতির : ৪৪।

[৭৬] সুরা রোম : ৪১-৪২।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসুল প্রেরণ করেছি। এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, এবং তাগুত থেকে বিরত থাকো। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছুসংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, এবং দেখো মিথ্যারোপকারীদের কীরূপ পরিণতি হয়েছে।'[৭৭]

খোদাদ্রোহী সভ্য জাতিগুলো উন্নয়ন ও শক্তির এমন উচ্চ শিখরে নোঙর ফেলেছিল, যে পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক জাতি পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু অন্যায়, আল্লাহর নিদর্শনের অস্বীকৃতি এবং দাওয়াতি আন্দোলনের প্রতি বিদ্রুপ তাদেরকে দুনিয়াতেই ভয়ানক নিয়তির দিকে নিয়ে যায়।

সভ্যতার উৎকর্ষ পরিণত হয় ধ্বংসাত্মক পরিণামের শিক্ষণীয় পাঠশালায়।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ

[৭৭] সুরা নাহল : ৩৬।

'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না! অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল। তারা জমিন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশি আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রাসুলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। বস্তুত! আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। এবং সেগুলোর প্রতি বিদ্রুপ করত।'[৭৮]

আরও ইরশাদ করেন,

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

'এবং যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে এবং সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে।'[৭৯]

আরও ইরশাদ করেন,

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি এবং শক্তিতে কীর্তিতে অধিক প্রবল ছিল। অতঃপর তাদের কর্ম তাদের কোনো উপকার দেয়নি।'[৮০]

---

[৭৮] সুরা রুম : ৯-১০।

[৭৯] সুরা লোকমান : ২২।

[৮০] সুরা মুমিন : ৮২।

দাওয়াতি আন্দোলনের পরিণাম পার্থিব বিজয়ের মাধ্যমে

তাওহিদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে দাওয়াতি সংগ্রামের প্রতিপক্ষ কুফরি শক্তির পরিণামের কথা যেমন কুরআনে বারংবার বিবৃত হয়েছে, তার পাশাপাশি ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের জন্য আশার বাণী নিয়েও উল্লেখিত হয়েছে অনেকগুলো আয়াত। যেখানে আলোচিত হয়েছে তাদের মঙ্গলজনক পরিণামের কথা। মুমিনদের জন্য এ পরিণামের কথা কুরআনে দু-রকমভাবে আমরা লক্ষ করি। এক প্রকার পরিণাম হলো, যা পার্থিব বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত হবে। যেমন, আল্লাহ পাক মুসা আ. কর্তৃক তাঁর জাতিকে উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত ভাষণটি এভাবে উল্লেখ করেন,

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا
مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

'মুসা বললেন তার কওমকে, সাহায্য প্রার্থনা করো আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকিদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।'[৮১]

ইসলামের দাওয়াতি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি হলো একটি পর্যায়ক্রমিক ব্যাপার। এর প্রথম স্তর হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বাণী প্রচার এবং বিরুদ্ধবাদী শক্তির পক্ষ থেকে পরিচালিত অনাচার নীরবতার মাধ্যমে সহ্য করা। দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো পালটা প্রতিরোধ গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে সূচনা হয় হক-বাতিলের চূড়ান্ত সংঘাত এবং যার মাধ্যমে রচিত হয় জয়-পরাজয়ের মেরুকরণ। স্বভাবত অধিকাংশ সময় যা দৃশ্যমান, তা হলো রক্তস্নাত পথে বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে ইসলামি আন্দোলন তার মূল লক্ষে পৌঁছে যায়, এ বিজয় কোনো গোষ্ঠীগত চরিত্র ধারণ করে না; বরং তা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মহান নৈতিকতার এক প্রাতিষ্ঠানিক বিজয়। এ

[৮১] সুরা আরাফ : ১২৮।

চূড়ান্ত পার্থিব সফলতাকে আল-কুরআন وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور অর্থাৎ 'প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত' বলে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। আমাদের ওপরের বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের পূর্ণ বিবরণটি তুলে ধরছি,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

'যুদ্ধে অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে নির্জন গির্জা, ইবাদতখানা, উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তিসামর্থ্য দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।'[৮২]

[৮২] সুরা হজ : ৩৯-৪০।

দাওয়াতি আন্দোলন ও তার বিরোধিতার পরিণাম পরকালীন সাফল্য ও শান্তির মাধ্যমে

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

'এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি। তারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। খোদাভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম।'[৮৩]

পবিত্র কুরআনে পরকালের পরিণাম বোঝানোর জন্য عقبى শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ পাক জ্ঞানী ব্যক্তিদের নানা গুণাবলির বিবরণ তুলে ধরে তাদের পরিণাম সম্পর্কে বলেন,

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

'এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্য সবর করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভালো করে, তাদের জন্য রয়েছে পরিণামসমূহ। তা হচ্ছে বসবাসের বাগান, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা

[৮৩] সুরা কাসাস : ৮৩।

দিয়ে। বলবে, তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক আর তোমাদের এ পরিণামগৃহ কতই-না চমৎকার।'[৮৪]

উক্ত আয়াতে عـــقبى শব্দটি মুসলমানদের আখেরাতের সু-পরিণামের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অন্য আয়াতে মুসলমানদের পরিণতির পাশাপাশি কাফেরদের পরকালীন অর্থে এ عـــقبى শব্দটি ব্যবহার হয়েছে।

مَّثَـــلُ الْجَنَّةِ الَّتِـــى وُعِدَ الْمُتَّقُـــونَ ۖ تَجْرِى مِـــن تَحْتِهَا الْأَنْهَـــارُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِـــمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَـــى الَّذِينَ اتَّقَـــوا ۖ وَّعُقْبَـــى الْكَافِرِينَ النَّارُ

'পরহেজগারদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নহরসমূহ প্রবাহিত হয় এবং ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফেরদের প্রতিফল অগ্নি।'

আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেন,

وَسَـــيَعْلَمُ الْكُفَّـــارُ لِمَـــنْ عُقْبَـــى الـــدَّارِ

'কাফেররা জেনে নেবে যে, পরজীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে।'[৮৫]

চূড়ান্ত ঘোষণা

قُـــلْ يَا قَـــوْمِ اعْمَلُوا عَلَـــىٰ مَكَانَتِكُـــمْ إِنِّى عَامِـــلٌ ۖ فَسَـــوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَـــةُ الدَّارِ ۖ إِنَّـــهُ لَا يُفْلِـــحُ الظَّالِمُونَ

'আপনি বলে দিন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করি। অচরিহৈ জানতে পারবে যে, পরিণমগৃহ কে লাভ করে। নিশ্চয় জালেমরা সুফলপ্রাপ্ত হবে না।'[৮৬]

---

[৮৪] সুরা রাদ : ২২-২৪।

[৮৫] সুরা রাদ : ৪২।

[৮৬] সুরা আনআম : ১৩৫।

البلاء (আল বালাউ)

'জীবনটাই একটা পরীক্ষা' বাক্যটি বহুল পরিচিত, এটি কোনো দার্শনিকের উক্তি হয়তো-বা নয়। জীবন-বাস্তবতার নির্মম অনুভূতির বহিঃপ্রকাশে ইতিহাসের কোনো এক পরতে কারও মুখ ফসকে এ বাক্যটি বের হয়েছিল কি-না, এসব খুঁটিয়ে চিন্তার প্রয়োজন নেই। এটা এখন সচরাচর ব্যবহৃত একটি প্রবাদ।

'জীবন সংগ্রাম' কথাটিও উপরোক্ত বাক্যের কাছাকাছি। জীবন নিয়ে দার্শনিকদের রয়েছে নানা বিশ্লেষণ, সাহিত্যিকরাও কম কসরত সাধন করেননি জীবনের অর্থগুলো ব্যাখ্যা করতে।

দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তি জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। ন্যায়-অন্যায় জীবনের অন্যতম উপাদান। এ সবকিছু পাওয়ার জন্য কিংবা এগুলো থেকে বাঁচার জন্য মন ও মেধাকে বিলীন হতে হয় যাচাই-বাচাইয়ের তীক্ষ্ণ পরীক্ষায়। পরীক্ষার পরাকাষ্ঠা দিতে হয় কায়িকভাবে ও সফলতা আর ব্যর্থতার প্রয়াসে।

জীবনকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যা থেকে দূরে রাখার জন্য একটা যুদ্ধই যেন করতে হয়। তবে সে যুদ্ধের রণাঙ্গন হলো 'নফস' বা মানুষের মন। আমাদের মন অসংখ্য প্রবৃত্তি দ্বারা গঠিত, যার অনেকগুলো হলো আবার খারাপ, যাকে আমরা বলে থাকি কুপ্রবৃত্তি। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসব

কুপ্রবৃত্তির রঙিন ঢেউ আমাদের শুভ্র জীবনের ওপর চতুর্দিক থেকে আছড়ে পড়ে। যা থেকে নিজের আস্তিনকে নিরাপদ রাখা দুষ্কর।

মন ছাড়াও রয়েছে আমাদের দেহজগতের প্রধান চালিকাশক্তি জ্ঞান, বুদ্ধি। এ জ্ঞান-বুদ্ধি আমাদেরকে জীবনসংশ্লিষ্ট অনেক কিছুর সন্ধান দেয়। জ্ঞান-বুদ্ধির আলো দ্বারা মানুষ গঠিত না হলে নিঃসন্দেহে তা আমাদেরকে ডুবিয়ে মারত অন্ধকার নিগড়ে।

কথা হলো, মন বলি, ইচ্ছা-শক্তি বা জ্ঞান-বুদ্ধি বলি, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, প্রকৃত সফলতা-ব্যর্থতা এবং কল্যাণ-অকল্যাণ—এসবের মানদণ্ড নিশ্চিত করতে তা কতটুকু ভূমিকা রাখতে সক্ষম, এবং এহেন ভূমিকা রাখা তার কর্তব্যের আওতায় কতটুকু পড়ে?

البلاء এবং الفتنة কি সমার্থক?

কুরআন কারিমে বলা হয়েছে,

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

আয়াতে উভয় শব্দকে সমার্থক করে দেখানো হয়েছে।

বিখ্যাত আরবি অভিধান 'আল-মুজামুল ওয়াসিত' থেকে আমরা উভয় শব্দের অর্থ নিম্নে তুলে ধরছি। যা থেকেও বোঝা যায় উভয় শব্দ সমার্থক।

البلاء : المحنة تنزل بالمرء ليختبر بها

অর্থ : যে দুর্দশা দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়।

الفتنة : الاختبار بالنار والابتلاء-

অর্থ : আগুন দ্বারা পরীক্ষা করা, দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া।[৮৭]

[৮৭] (সূত্র : আল-মুজামুল ওয়াসিত)

فتنة শব্দের এ উভয় অর্থ কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ পাক বলেন,

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ

আর দ্বিতীয় অর্থের সমর্থনে তো অসংখ্য আয়াত আছে।

জীবন পরীক্ষা (মানবসৃষ্টির রহস্য)

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

'তিনিই আসমান ও জমিন ছয়দিনে তৈরি করেছেন। তার আরশ ছিল পানির ওপরে। তিনি পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করবে।'[৮৮]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

'আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।'[৮৯]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

[৮৮] সুরা হুদ : ৭।
[৮৯] সুরা কাহাফ : ৭।

'পুন্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব, তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান, যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাময়।'[৯০]

জীবন পরীক্ষা (মঙ্গল-অমঙ্গল)

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

'প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে ভালো ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।'[৯১]

ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে ইবাদতের ওপর কায়েম থাকে এবং যদি সে কোরো পরীক্ষায় পড়ে তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।'[৯২]

---

[৯০] সুরা মুলক : ১-২।

[৯১] সুরা আম্বিয়া : ৩৫।

[৯২] সুরা হজ :১১।

জীবন পরীক্ষা (পারিপার্শ্বিক)

ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

'আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেওয়া রিজিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।'[৯৩]

ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার।'[৯৪]

অনুরূপ ইরশাদ হচ্ছে,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

'আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার।'[৯৫]

জীবন পরীক্ষা (অর্থনৈতিক)

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

---

[৯৩] সুরা তোয়াহা : ১৩১।
[৯৪] সুরা তাগাবুন : ১৫।
[৯৫] সুরা আনফাল : ২৮।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

'তিনি তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছেন পৃথিবীতে এবং একে অন্যের ওপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। যাতে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু।'[৯৬]

ইরশাদ হচ্ছে,

• فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

'মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন। এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিজিক সংকোচিত করেন, তখন বলে আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন।'[৯৭]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট গ্রাস করে তখন সে আমাকে ডাকতে থাকে, এরপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নেয়ামত দান করি, তখন সে বলে এটা তো আমি পূর্বের জানামতেই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না।'[৯৮]

---

[৯৬] সুরা আনআম : ১৬৫।

[৯৭] সুরা ফজর : ১৫-১৬।

[৯৮] সুরা যুমার : ৪৯।

জীবন পরীক্ষা (ক্ষমতা)

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

'কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেবো। অতঃপর সুলাইমান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন, এটাই পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নাকি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি? যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের উপকারের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত ক্ষমাশীল।'[৯৯]

জীবন পরীক্ষা (শাসকের নির্যাতন)

ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

'আর স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তিদান করেছি ফেরাউনের কবল থেকে। যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত, তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। বস্তুত তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা।'[১০০]

---

[৯৯] সুরা নামল : ৪০।

[১০০] সুরা বাকারা : ৪৯।

অনুরূপ ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

'আর স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছি। যারা তোমাদের দিত নিকৃষ্ট শাস্তি, তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে মেরে ফেলত এবং মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখত। এতে তোমাদের পরোয়ারদেগারের বিরাট পরীক্ষা ছিল।'[১০১]

অনুরূপ ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

'যখন মুসা স্ব-জাতিকে বললেন, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তিনি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিত। তোমাদের ছেলেদের হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখত এবং তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল।'[১০২]

অনুরূপ ইরশাদ হচ্ছে,

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

'তখন তারা (বনি ইসরাইল) বলল, আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ওপর এই জালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করো না।'[১০৩]

---

[১০১] সুরা আরাফ : ১৪১।

[১০২] সুরা ইবরাহিম : ৬।

[১০৩] সুরা ইউনুস : ৮৫।

জীবন পরীক্ষা (দ্বীনি দাওয়াতের মাধ্যমে কাফেরদেরকে)

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ • أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

'তাদের পূর্বে আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের কাছে আগমন করেন একজন সম্মানিত রাসুল এ মর্মে যে, আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে অর্পণ করো। আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রাসুল।'[১০৪]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

'আমি তাদের পরীক্ষার জন্য এক উষ্ট্রী প্রেরণ করব, অতঃপর তাদের প্রতি লক্ষ রাখো এবং সবর করো।'[১০৫]

ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ

'এবং যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তাও কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ, কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য।'[১০৬]

ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ

---

[১০৪] সুরা দুখান : ১৭-১৮।
[১০৫] সুরা কমার : ২৭।
[১০৬] সুরা বনি ইসরাইল : ৬০।

'এবং আল্লাহ যাকে পরীক্ষা (পথভ্রষ্ট) করতে চান তার জন্য আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না।'[১০৭]

ইরশাদ হচ্ছে,

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

'তারা ধারণা করেছে যে কোনো পরীক্ষা (অনিষ্ট) হবে না; ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন, এরপর তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। আল্লাহ দেখেন তারা যা কিছু করে।'[১০৮]

ইরশাদ হচ্ছে,

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

'আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি, যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই (গরিব লোক যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল) কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ স্বীয় দান অনুগ্রহ দান করেছেন, আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন?'[১০৯]

ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

[১০৭] সুরা মায়েদাহ : ৪১।
[১০৮] সুরা মায়েদাহ : ৭১।
[১০৯] সুরা আনআম : ৫৩।

'তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা ও বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই এ কথা না বলে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য। কাজেই তুমি কাফের হয়ো না।'[১১০]

ইরশাদ হচ্ছে,

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۝ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۝ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

'অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দিন, আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে সতর্ক করেছি এবং আমি জানি না, তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী। তিনি জানেন যে কথা স্বশব্দে বলো এবং যে কথা তোমরা গোপন করো। আমি জানি না সম্ভবত বিলম্বের মধ্যে তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং ভোগ করার সুযোগ।'[১১১]

ইরশাদ হচ্ছে,

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ

'তারা বলল তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি। সালেহ (নবী) বললেন, তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহর কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।'[১১২]

ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ

---

[১১০] সুরা বাকারা : ১০২।
[১১১] সুরা আম্বিয়া : ১০৯-১১২।
[১১২] সুরা নামল : ৪৭।

فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

'আপনার পূর্বে যত রাসুল প্রেরণ করেছি তারা সবাই খাদ্য গ্রহণ করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের এককে অপরের ওপর পরীক্ষাস্বরূপ করেছি (অর্থাৎ নববি দাওয়াতের মাধ্যমে কাফেরদেরকে আর কাফেরদের মাধ্যমে নবীদেরকে) দেখি তোমরা সবর করো কি-না। আপনার পালনকর্তা সবকিছু দেখেন।'[১১৩]

জীবনের অন্যতম পরীক্ষা : ঈমানের আদর্শিক সংগ্রাম

এ পর্যন্ত আমরা মানবজীবনের রকমারি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছি। যা অবশ্যই আল্লাহপ্রদত্ত এবং যার মাধ্যমে উল্লেখিত হয়েছে মানবজীবনের অনেকগুলো রহস্য।

হজরত ইবরাহিম সফল পরীক্ষার্থী

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

'যখন ইবরাহিমকে তার পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন। অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদরে পর্যন্ত পৌঁছাবে না।'[১১৪]

সংগ্রামে, সংঘাতে ও পরীক্ষার নানা রকম অনুশীলনে মুখর হজরত ইবরাহিমের জীবনালেখ্য।

---

[১১৩] সুরা ফুরকান : ২০।

[১১৪] সুরা বাকারা : ১২৮।

লক্ষ করুন কুরআনের ভাষায়

وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ . إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ . إِذْ قَالَ
لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ . أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ .
فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ . فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ . فَقَالَ
إِنِّي سَقِيمٌ . فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ . فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ
فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ . مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ . فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا
بِالْيَمِينِ . فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ . قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا
تَنْحِتُونَ . وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ . قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا
فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ . فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ .
وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ . رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ .
فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ . فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي
أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا
تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ . فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ
لِلْجَبِينِ . وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ . قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا
كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ

'আর নুহপন্থিদেরই একজন ছিল ইবরাহিম, যখন সে তার পালনকর্তার নিকট সন্তুষ্টচিত্তে উপস্থিত হয়েছিল, যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কীসের উপাসনা করছ? তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত মিথ্যা উপাস্য কামনা করছ? বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? অতঃপর সে একবার তারকাদের প্রতি লক্ষ করল এবং বলল, আমি পীড়িত। অতঃপর তারা তার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে গিয়ে ঢুকল এবং বলল, তোমরা খাচ্ছ না কেন? তোমাদের কী হলো যে, তোমরা কথা বলছ না? অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন

লোকজন তার দিকে ছুটে এলো ভীতসন্ত্রস্ত পদে। সে বলল, তোমরা স্ব-হস্তে নির্মিত পাথরের পূজা কেন করো? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তারা বলল, এর জন্য একটি ভিত নির্মাণ করো এবং একে আগুনের স্তূপে নিক্ষেপ করো। অতঃপর তারা তার বিরুদ্ধে মহাষড়যন্ত্র আঁটতে রইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করে দিলাম। সে বলল, আমি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম, তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন। হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে একজন সৎ পুত্র দান করো। অতঃপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরার বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহিম তাকে বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে তোমাকে জবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কী দেখো। সে বলল, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা-ই করুন, আল্লাহ চাহে তো আমাকে সবরকারী পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়ই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহিম তাকে জবেহ করার জন্য শায়িত করল, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহিম! তুমি তো স্বপ্নকে সত্য প্রমাণিত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি, নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।'[১১৫]

❁ ❁ ❁

[১১৫] সুরা সাফফাত : ৮৩-১০০।

المـــــكر (আল মাকরু)

কৌশল, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা—এ শব্দগুলো কি আমাদের জীবন বাস্তবতায় বড়ই পরিচিত নয়? আমরা কি প্রতিনিয়ত এ শব্দগুলো আমাদের কথনে-লেখনে ব্যবহার করে থাকি না?

কী পরিবার, কী সমাজ, কী রাষ্ট্রীয় ব্যাপার আর কী আন্তর্জাতিক পরিসর—এ শব্দগুলো সর্বত্রই এক মৌলিক তাৎপর্য বহন করে। আর আল-কুরআনে, হ্যাঁ! কত গুরুত্ব সহকারে মহান আল্লাহ জায়গায় জায়গায় রকমারি বাক্যের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় শৈলী দ্বারা এ শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন।

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّـهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

কেবা না জানে এ আয়াতটি কতই-না আমাদের কাছে পরিচিত।

চক্রান্তের মধ্যমে ইহুদি কুচক্রী সম্প্রদায় হজরত ঈসা আ.-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। আর পালটা চক্রান্ত দ্বারা এ ষড়যন্ত্র আল্লাহ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এ ঘটনাসহ অসংখ্য বিষয়ে আল্লাহ পাক مـــكر শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যতগুলো আয়াতে এ مـــكر অথবা كَيْد শব্দটি বিধৃত হয়েছে, সবগুলোর মর্মকথা একটাই। তা হলো, মানুষ কৌশল গ্রহণ করে পরিকল্পনা নেয়, চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র করে। আর তার বিপরীত আল্লাহরও একটা

পরিকল্পনা ও কৌশল আছে। আর মানবীয় চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রকে মহান আল্লাহ পালটা গায়েবি প্রতিচক্রান্ত/প্রতিষড়যন্ত্র দ্বারা প্রতিহত করেন।

আল্লাহর চক্রান্তের ধরন অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ নিজের পাতা ফাঁদে আটকে পড়ে ধ্বংস হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ

'তারা কি চক্রান্ত করতে চায়। অতএব যারা কাফের তারাই চক্রান্তের শিকার হবে।'[১১৬]

আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا

'তারা ভীষণ চক্রান্ত করে, আর আমিও কৌশল করি।'[১১৭]

কুরআনে বারংবার উল্লেখ হয়েছে। যুগে যুগে নবী ও রাসুলদের বিরুদ্ধে কুফরি শক্তির চক্রান্ত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে পালটা প্রতিচক্রান্তের কথা। আল্লাহর সে পালটা কৌশলটি হয় খুবই নিপুণ ও নিখুঁত। যা মানুষ কল্পনাও করে না। অন্যদিকে তা হয় বড়ই বেদনাদায়ক। এমনই কৌশল, পালটা কৌশল আর চক্রান্ত, পালটা চক্রান্ত হয়েছিল আমাদের প্রিয় নবীজির বিরুদ্ধে,

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

'আর কাফেররা যখন প্রতারণা করত, আপনাকে বন্দি অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেওয়ার জন্য। তখন তারা যেমন ছলনা করত, তেমনই আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুত আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।'[১১৮]

---

[১১৬] সুরা তুর : ৪২।

[১১৭] সুরা আত-তারেক : ১৫।

[১১৮] সুরা আনফাল : ৩০।

আর নবী হজরত সালেহ আ.-এর এ সংক্রান্ত উপাখ্যান শুনুন কুরআনের ভাষায়,

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ

'তারা বলল, তোমরা পরস্পর আল্লাহর সাথে শপথ গ্রহণ করো যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবারকে হত্যা করব। অতঃপর তার দাবিদারকে বলে দেবো যে, তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী। তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখো তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছি।'[১১৯]

ফেরাউনের দুর্দান্ত প্রতাপ উপেক্ষা করে স্বয়ং ফেরাউনের পরিষদের মধ্য থেকে ঈমানের এক প্রহরী প্রচণ্ড সাহস ধারণ করে তাওহিদের পক্ষে আওয়াজ তুলে দিলেন। তার সম্পর্কে কুরআন বলছে,

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ

'অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন, এবং ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আজাব গ্রাস করল।'[১২০]

বর্তমানে দুনিয়ায় আমরা ইসলামের শত্রুদের ভয়ে কতটাই-না তটস্থ। কিন্তু আমাদের চেতনায়-ভাবনায় এবং উপলব্ধির মধ্যে কুরআনের মর্মবাণীগুলো অনুপস্থিত থাকায় আমরা এ কথা অনুধাবনে সক্ষম হচ্ছি না যে, আল্লাহরও একটা লীলাখেলার আয়োজন আছে। আল্লাহর সে কৌশল চক্রান্ত বা পরিকল্পনা একটা অনিবার্য ব্যাপার, যা থেকে জালেমদের রক্ষা পাওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

---

[১১৯] সুরা নামল : ৪৯-৫১।
[১২০] সুরা মুমিন : ৪৫।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

'তারা কি আল্লাহর চক্রান্ত থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করে! আল্লাহর চক্রান্ত থেকে একমাত্র দুর্ভাগা জাতিই নিজেকে রক্ষিত মনে করে।'[১২১]

উক্ত আয়াতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় অন্য আরেকটি আয়াতের মধ্যে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

'যারা কুচক্র করে তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবে। কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আজাব আসবে, যা তাদের ধারণাতীত কিংবা চলাফেরার মধ্যে তাদেরকে পাকড়াও করবে। তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। কিংবা ভীতি প্রদর্শনের পর তাদেরকে পাকড়াও করবেন। তোমাদের পালনকর্তা তো অত্যন্ত নরম ও দয়ালু।[১২২]

একই সুরার মধ্যে উক্ত আয়াতসমূহের পূর্বের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

'নিশ্চয় চক্রান্ত করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা; অতঃপর আল্লাহ তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর তাদের মাথার ছাদ ধসে

[১২১] সুরা আরাফ : ৯৯।

[১২২] সুরা নাহল : ৪৫-৪৭।

পড়ে গেছে। এবং তাদের ওপর আজাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণাও ছিল না।'[১২৩]

মোটকথা মানুষের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রই শেষ কথা নয়। যারা অন্তরদৃষ্টি ও ঈমানি আলো থেকে বিচ্ছুরিত প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত এবং অদূরদর্শী বস্তুবাদে বিশ্বাসী, তারাই এ ব্যাপারে মন্দ প্রবঞ্চনার শিকার। কিন্তু যাদের অন্তরাত্মা কুরআনের আলোয় উদ্ভাসিত, তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে ধারণ করে আল্লাহ কর্তৃক পালটা প্রতিচক্রান্ত ও প্রতিকৌশলের আগাম ছবি। তাই তারা ধৈর্যধারণ করে। সময়ের অপেক্ষা করে। মনকে বিচলিত হতে দেয় না। আর এটাই তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ।

আল্লাহ পাক বলেন,

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

'তুমি ধৈর্যধারণ করো, তোমার ধৈর্য শুধু আল্লাহর সাহায্য দিয়েই। এদের ওপর দুঃখ করো না। এবং এরা যে ষড়যন্ত্র করে চলছে, তাতে তুমি মনক্ষুণ্ণ হয়ো না।'[১২৪]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

'তুমি ওদের কাজের ওপর দুঃখ করো না, যা কিছু ওরা তোমার বিরুদ্ধে করুক না কেন! মনক্ষুণ্ণ হয়ো না।'[১২৫]

আল্লাহর পরিকল্পনা নিখুঁত ও দীর্ঘমেয়াদি

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

[১২৩] সুরা নাহল : ২৬।
[১২৪] সুরা নাহল : ১২৭।
[১২৫] সুরা নাহল : ৭০।

'বস্তুত যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণাও হবে না। বস্তুত আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে থাকি। নিঃসন্দেহে আমার কৌশল সুনিপুণ।'[১২৬]

সুরা 'কলমে'-ও অনুরূপ এ আয়াতটি বিবৃত হয়েছে।

কুচক্রী নিজের পাতা ফাঁদে আটকে পড়ে

কথায় আছে, নিজের পাতা ফাঁদে নিজে পড়েছে। আমাদের সমাজে কেবল একটা প্রবাদবাক্য নয়, বরং জীবন-বাস্তবতার এক নির্মম সত্যও বটে। সমাজ জীবনে এমন অসংখ্য নজির পাওয়া যাবে, যেখানে এমনটাই দৃশ্যমান যে, চক্রান্তকারীর কৌশল ভেস্তে গেছে এবং তার কৌশলটি বুমেরাং হয়েছে। যার ফলে খোদ চক্রান্তকারীকেই দিতে হয়েছে উলটো মাশুল। আর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এমন অসংখ্য নজির রয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক কূট-চাল ব্যর্থ হয়েছে এবং নায়ককে খলনায়কে পরিণত হতে হয়েছে। বরং বিশ্বেও ঘটনারাজির উল্লেখযোগ্য সংলাপ জুড়েই রয়েছে ব্যর্থ কৌশলের উপাখ্যান। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে এটা যেন কুদরতের অমোঘ বিধান হিসেবে চলে আসছে যে, কৌশল গ্রহণকারীর অজানাতেই স্বীয় কৌশলটি তার জন্য একটি ফাঁদে পরিণত হয়েছে। নবীগণের কাহিনি তো কুরআনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ হয়েছে এ ক্ষেত্রে। নবীগণের কাহিনি ছাড়াও যদি সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ এবং অদূর ভবিষ্যতের ইতিহাস লক্ষ করা হয়, তাতেও সন্দেহাতীতভাবে উক্ত বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

[১২৬] সুরা আরাফ : ১৮২।

'আর এমনইভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি, যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।'[১২৭]

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

'তারা জোর শপথ করে বলত, তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আগমন করলে তারা অন্য কোনো সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সৎপথে চলবে। অতঃপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করল, তখন তাদের ঘৃণাই কেবল চেতে গেল। পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যের কারণে এবং কুচক্রের কারণে কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবেন না, এবং আল্লাহর রীতিনীতিতে কোনো রকম বিচ্যুতিও পাবেন না।'[১২৮]

❁ ❁ ❁

[১২৭] সুরা আনআম : ১২৩।
[১২৮] সুরা ফাতির : ৪২-৪৩।

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

১	বহমান জীবনের স্রোতধারা	আম্মারুল হক
২	সুফিবাদের শুদ্ধি	মুফতী ফয়জুল্লাহ রহঃ অনুবাদ : মুফতী মাসউদুর রহমান
৩	শাসকের সামনে সালাফের সত্যোচ্চারণ	সাঈদ হোসাইন
৪	নাওয়াকিদুল ঈমান ও উসুলুত তাকফির	মাওলানা হেলালুদ্দীন পুকুরিয়বী
৫	জাহিলিয়্যাহ	মুফতী হারুন ইজহার
৬	জীবনের অর্থগুলো কুরআনের শব্দে শব্দে (১)	মুফতী হারুন ইজহার

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১	নববী বিপ্লবের ধারা	ডা ইসরার আহমেদ রহঃ অনুবাদ : মিজানুর রহমান
২	শেকড়ের টানে [ইউরোপে ইসলাম পর্যালোচনা]	আব্দুল হাকিম মুরাদ অনুবাদ : আম্মারুল হক
৩	খানকাহর রাজনীতিবিদ	আম্মারুল হক
৪	আল কুরআনের দারস	মুফতী হারুন ইজহার

জাহিলিয়াতের প্রতি ঘৃণা ঈমানের অংশ

۞ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ».

১. ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ তিনজন : হারাম শরিফে যে অপকর্মে লিপ্ত হয়, ইসলামের অভ্যন্তরে যে জাহিলি রীতি-নীতি অনুকরণ করে, যে অন্যায়ভাবে রক্তপাতের উদ্দেশ্যে কারও রক্তপাত দাবি করে।[১০২]

۞ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ : {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.

[১০২] সহিহ বুখারি : ৬৮৮৬

২. আসিম রহ. বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি সাফা-মারওয়ার সায়ি অপছন্দ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কারণ এটি ছিল জাহিলি যুগের নিদর্শন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন, নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিদর্শন। কাজেই হজ ও উমরাকারীর জন্য এই দুই পাহাড়ে সায়ি করায় কোনো দোষ নেই।[১০৩]

۞ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ). قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.

৩. ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জাহিলি যুগে উকাজ, মিজান্নাহ ও যুল-মাজায নামক তিনটি বাজার ছিল। ইসলামের আগমনের পর লোকেরা সেসব বাজারে যাওয়াকে গুনাহের কাজ মনে করে। তখন আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন, হজের মৌসুমে রবের অনুগ্রহ অনুসন্ধানে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। 'হজের মৌসুমে' অংশটি যোগ করে ইবনে আব্বাস রা. এমনই তিলাওয়াত করেন।[১০৪]

۞ قال البخاري: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقاسم، أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ، وَلَا يَقُومُ لَهَا، وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا : كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ. (مَرَّتَيْنِ.)

---

[১০৩] সহিহ বুখারি : ১৬৪৮

[১০৪] সহিহ বুখারি : ২০৯৮

৪. ইমাম বুখারি রহ. বলেন, মদিনার তাবিয়ি কাসিম রহ. জানাজার জন্য দাঁড়াতেন না, বরং সামনে সামনে হাঁটতেন। তিনি আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করতেন, জাহিলি যুগে লোকেরা জানাজা দেখলে দাঁড়িয়ে যেত এবং মৃত ব্যক্তির আত্মাকে সম্বোধন করে বলত, তুমি জীবদ্দশায় যেমন ছিলে, তেমনই আপনজনদের সাথেই আছ। এ কথা তারা দুবার বলত।[১০৫]

۞ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ، حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الْجِفَانِ، وَيَقُولُ: كُلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ».

৫. খারাশা ইবনে হুর থেকে বর্ণিত, উমর রা.-কে দেখেছি তিনি রজব মাসে মানুষের হাতে প্রহার করে খাবার খেতে বসিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা খাও, কেননা এই মাসকে জাহিলি যুগের লোকেরা সম্মান করত। (তাদের অনুকরণে রোজা রেখো না)।[১০৬]

۞ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: وَقَفَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِجَمْعٍ، فَاسْتَقَرَّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «طُلُوعُ الشَّمْسِ يَنْظُرُ، أَفِعْلَ الْجَاهِلِيَّةِ؟» فَدَفَعَ ابْنُ عُمَرَ وَدَفَعَ النَّاسُ بِدَفْعَتِهِ.

৬. ইবনুয যুবাইর রহ. মুজদালিফায় অবস্থান করলেন। তিনি সেখানে স্থির বসে থাকলেন। ইবনে উমর রা. বলেন, সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করা হচ্ছে? তোমরা কি জাহিলি যুগের অনুসরণ করছ? এই বলে ইবনে উমর রওনা করলেন এবং তার দেখাদেখি লোকেরাও এগিয়ে গেল।[১০৭]

[১০৫] সহিহ বুখারি : ৩৮৩৭
[১০৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৯৭৫৮
[১০৭] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ১৫৩২৮

۞ عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تَصالِيب إلا نَقَضه.

৭. আয়েশা রা. বলেন, নবী ﷺ ঘরে থাকা ক্রুশসদৃশ যেকোনো বস্তু ভেঙে ফেলতেন।[১০৮]

۞ عَنِ النَّزَّالِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا كُنَّا وَأَنْتُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ فَنَحْنُ الْيَوْمَ بَنُو عَبْدِ اللهِ».

৮. নাযযাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমরা ও তোমরা জাহিলি যুগে ছিলাম আবদে মানাফের পুত্র। আজ আমরা সবাই আল্লাহর বান্দার পুত্র।[১০৯]

۞ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، وَأَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوا أَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُونَ فِي قُمُصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَبِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ ؟ أَوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صُوَرِكُمْ ». قَالَ : فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ، وَلَمْ يَعُودُوا لِذَلِكَ. (رواه ابن ماجه: ١٤٧٥) [فيه نفيع -وهو منكر الحديث متهم- وعلي بن الحزور-وهو متروك]

৯. ইমরান ইবনে হুসাইন ও আবু বারাযা আসলামি রা. বর্ণনা করেন, আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জানাজার উদ্দেশে বের হই। একদল লোককে তিনি

[১০৮] সহিহ বুখারি : ৫৯৫২

[১০৯] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩২৪৯০

চাদর ছেড়ে দিয়ে জামা পরিহিত অবস্থায় হাঁটতে দেখেন। রাসুল ﷺ বলেন, তোমরা কি জাহিলি যুগের রীতি অবলম্বন করছ? অথবা, জাহিলি যুগের কাজ করছ? আমার ইচ্ছা তোমাদের বিরুদ্ধে এমন বদদুআ করি, যাতে তোমাদের চেহারা বিকৃত হয়ে যায়। রাবি বলেন, তারপর তারা তাদের চাদর উঠিয়ে নেয়, আর কখনো এমন করেনি।[১১০]

۞ حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، نا أَبُو عاصِمٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمّارٍ، رَجُلٌ مِن بَنِي زُهْرَةَ، قالَ: مَرَّ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِناسٍ مِن قُرَيْشٍ مُجْتَمِعِينَ فِي مَجْلِسٍ، فَقالَ: «ما تَذاكَرُونَ؟»، قالُوا: أَمْرَ الجاهِلِيَّةِ، قالَ: «دعُوهُ فَإِنَّ هَذا شَيْءٌ هَدَمَهُ اللهُ، فَإِنْ كُنْتُمْ لا بُدَّ فاعِلِينَ فَعَلَيْكُمْ بابْنِ جُدْعانَ، فَو اللهُ ما تُقُسِّمَ الشَّرَفُ إِلّا مِن بَعْدِهِ»

১০. ইবনুয যুবাইর রা. একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে কুরাইশের লোকেরা একত্র হয়ে বসে ছিল। তিনি বললেন, তোমরা কী নিয়ে আলাপ করছ? তারা বলল, জাহিলি যুগ। তিনি বললেন, এসব পরিত্যাগ করো। এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করেছেন। আর যদি তোমরা আলাপ করতেই চাও, ইবনে জুদআনের ব্যাপারে আলাপ করো। আল্লাহর শপথ, তার সময়কালে সম্ভ্রান্ত চরিত্র যেন শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[১১১]

❁ ❁ ❁

[১১০] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৪৭৫, এই হাদিসে নুফাই ও আলি ইবনুল হাযুর নামক দুজন অভিযুক্ত রাবি আছেন। প্রথমজন মুনকারুল হাদিস ও দ্বিতীয়জন মাতরুক।

[১১১] মাকারিমুল আখলাক, ইবনু আবিদ দুনইয়া : ১/১৪১

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারিম
২. সহিহুল বুখারি
৩. সহিহ মুসলিম
৪. সুনানু আবি দাউদ
৫. জামিউত তিরমিযি
৬. সুনানুন নাসায়ি
৭. সুনানু ইবনি মাজাহ
৮. মুসনাদু আহমাদ
৯. সুনানুদ দারিমি
১০. মুয়াত্তা মালিক
১১. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা
১২. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক
১৩. ফাতহুল বারি
১৪. তাফসিরে ইবনে কাসির
১৫. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া রহ.
১৬. ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন, ইবনুল কায়্যিম রহ.
১৭. ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম, ইবনে তাইমিয়া রহ.
১৮. মাকারিমুল আখলাক, ইবনে আবিদ দুনইয়া রহ.
১৯. শারহু মুখতাসারিত তাহাবি, ইমাম জাসসাস রহ.

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

১	বহমান জীবনের স্রোতধারা	আম্মারুল হক
২	সুফিবাদের শুদ্ধি	মুফতী ফয়জুল্লাহ রহঃ অনুবাদ : মুফতী মাসউদুর রহমান
৩	শাসকের সামনে সালাফের সত্যোচ্চারণ	সাঈদ হোসাইন
৪	নাওয়াকিদুল ঈমান ও উসুলুত তাকফির	মাওলানা হেলালুদ্দীন পুকুরিয়বী
৫	জাহিলিয়্যাহ	মুফতী হারুন ইজহার
৬	জীবনের অর্থগুলো কুরআনের শব্দে শব্দে (১)	মুফতী হারুন ইজহার

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১	নববী বিপ্লবের ধারা	ডা ইসরার আহমেদ রহঃ অনুবাদ : মিজানুর রহমান
২	শেকড়ের টানে [ইউরোপে ইসলাম পর্যালোচনা]	আব্দুল হাকিম মুরাদ অনুবাদ : আম্মারুল হক
৩	খানকাহর রাজনীতিবিদ	আম্মারুল হক
৪	আল কুরআনের দারস	মুফতী হারুন ইজহার

একজন ডুবুরী যখন সমুদ্রে ডুব দেয়, কোঁচড় তার ভরে যায় মুক্তোদানায়। সে হাতড়ে বেড়ায়, হাত বাড়ালেই রাশি রাশি মণিতে তার ভরে যায় দু হাত। তবু মেটে না তৃষ্ণা। কুরআনের সরোবরে অবগাহন করা ডুবুরীর তৃষ্ণা কি মেটার মত?

জীবনের পরতে পরতে সে সাজায় কুরআনের মুক্তমাল্য। হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হয়ে জ্বল জ্বল করতে থাকা প্রতিটি শব্দ ও বাক্য থেকে যেন নুরের অবিরত ছটা বিচ্ছুরিত হয়। যে পেয়েছে এই নুরের দিশা, জীবনে তার রয় না কোনো হতাশা। আসুক যত দুঃখ দুর্দশা, কুরআনই হয়ে উঠে তার নেশা।

জীবন জুড়ে জড়িয়ে থাকা কুরআনী শব্দমালা একজন দরদী দাঈর অনুভূতি হয়ে আছড়ে পড়ে কলমের ডগায়। কুরআনের সবচে নিকটতম সঙ্গলাভের মুহূর্তে রচিত হয়েছে জীবনের যত অর্থ...

চিন্তাপত্র

- ক্ষেতচর, নতুনব্রীজ, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম
- Chintapotroprokashon@gmail.com
- Chintapotroprokashonbd
- ০১৮৩৪০৫৪৮৫৬

সর্বস্বত্ব প্রকাশনী কর্তৃক সংরক্ষিত। প্রকাশনীর অনুমতি ব্যতীত অনলাইন বা